প্রথম খণ্ড

বাইবেল পড়ে বুঝবার উপায়

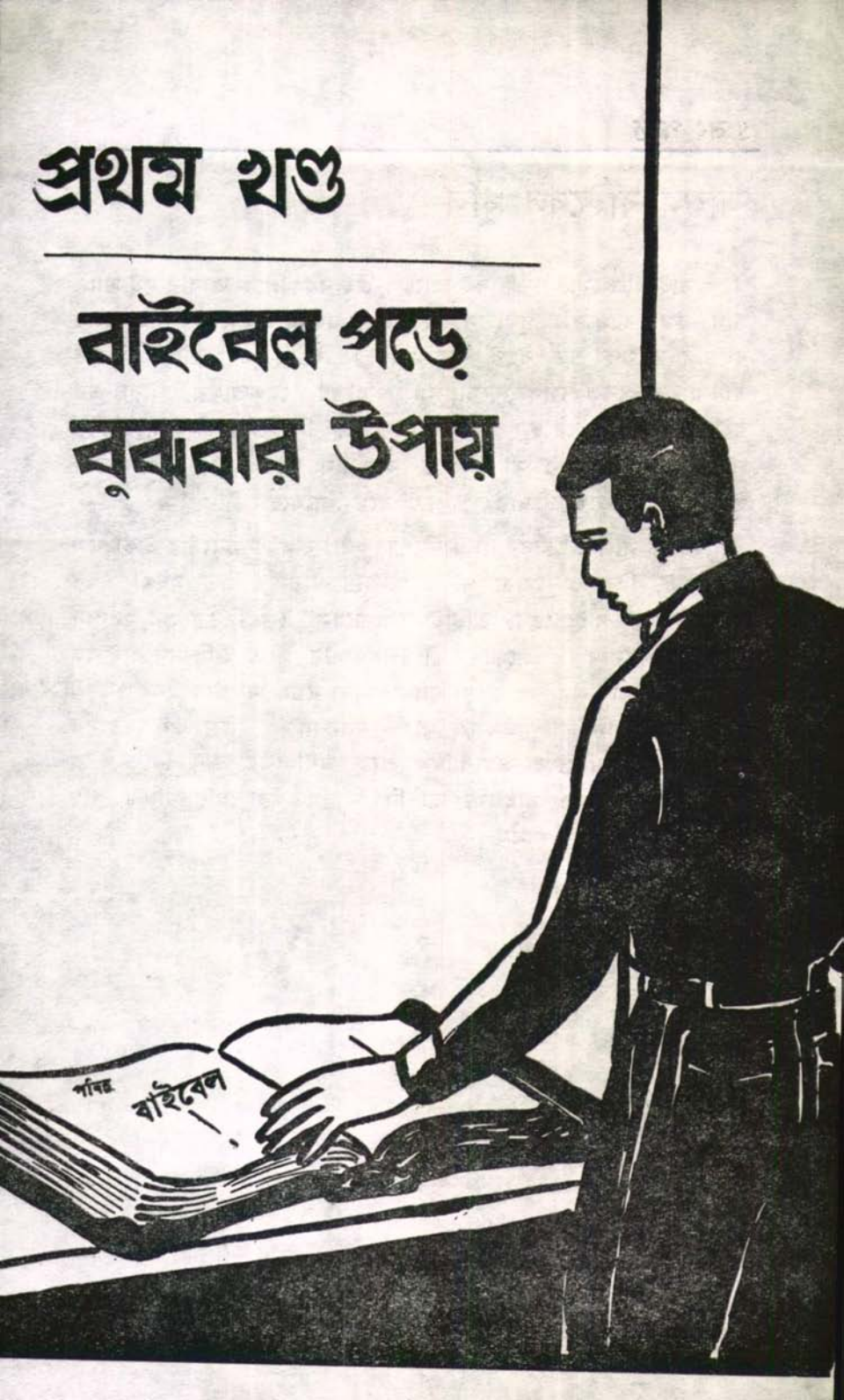

আসুন বাইবেল খুলি

বাইবেলে মোট ৬৬টি বই আছে। এই বইগুলিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম। বাইবেলের বইগুলি কয়েক শত বছর ধরে লেখা। ইব্রীয় এবং গ্রীক এই দুটি ভাষায় বাইবেল লেখা হয়েছিল। বিভিন্ন লেখকদের দ্বারা এর বইগুলি লিখিত হয়েছে। লেখকরা তাদের নিজেদের কথা লেখেননি। পবিত্র আত্মা তাদের যা লিখতে বলেছেন তা-ই তারা লিখেছেন। তারা পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে লিখেছেন।

পিতর বলেন, "ভাববানী (নবীদের কথা) কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন" (২ পিতর ১ ঃ ২১ পদ পুরানো অনুবাদ)। প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর পক্ষে প্রতিদিন বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা দ্বারা তার আত্মাকে খাদ্য যোগান প্রয়োজন ও এই জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়ও থাকা দরকার। কিন্তু এই ধরনের শাস্ত্র পাঠ নিয়মিত বা ধারাবাহিক শাস্ত্র অধ্যয়নের স্থান নিতে পারে না। এই কোর্সের সাহায্যে আপনি নিয়মিত বা ধারাবাহিক শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন।

পাঠের খসড়া ঃ

পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা
- খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের জন্য
- জীবনের জন্য
- বিশ্বাসের জন্য
- সেবার জন্য

ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র লিপি
- আত্মিক যোগ্যতার দ্বারা বিচার করতে হবে
- অতিপ্রাকৃতিক দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে
- প্রত্যাদিষ্ট বাক্যরূপে বিচার করতে হবে

শাস্ত্র ব্যাখ্যায় কতগুলি অত্যাবশ্যকীয় বিধি
- ভাষার আক্ষরীক অর্থ
- ধারাবাহিক প্রকাশ
- শাস্ত্রই শাস্ত্রের অর্থ করে
- শাস্ত্রের মৌলিক একতা বা সংহতি

পাঠের একটি মোটামুটি ধারণা
- প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতি
- অর্থ ব্যাখ্যার মূল নীতি
- বাইবেল অধ্যয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর—

* আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন কিভাবে বাইবেল অধ্যয়ন, অন্যান্য বই অধ্যয়ন থেকে আলাদা।

* আপনি দেখতে পারবেন কিভাবে শব্দের অর্থ, ব্যাখ্যা ও মৌলিক একতা একত্রে বাইবেলের অর্থ বুঝতে সাহায্য করে।
* বাইবেল সম্বন্ধে আরো ভালভাবে বুঝতে পারবেন, এবং এর ফলে আরো ঈশ্বর ভয়শীল ও পবিত্র জীবন যাপনে অভ্যাস করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। বইয়ের ভূমিকাটি ভাল করে পড়ুন।

২। পাঠের ভূমিকা, পাঠের খসড়া এবং লক্ষ্যগুলি পড়ুন।

৩। মূল শব্দগুলি দেখুন। এখানে আপনার বুঝবার পক্ষে কঠিন শব্দ থাকলে পরিভাষা অংশে সেগুলির অর্থ দেখে নিন।

৪। পাঠের বিস্তারিত বিবরণটি পড়ুন। যে সব বাইবেলের পদ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি দেখুন এবং পড়ুন। পাঠের মধ্যে যে সব প্রশ্ন আছে সেগুলির উত্তর লিখুন। আগে বইয়ের উত্তর না দেখে নিজের উত্তর লিখবার অভ্যাস করুন। তাহলে এই কোর্স পড়ে আপনি অনেক বেশী উপকার পাবেন।

৫। পাঠ শেষ করে পরীক্ষা নিন। আপনার লেখা উত্তরগুলি বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে দেখুন। কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল লিখলে সেটি আবার পড়ুন।

মূল শব্দাবলী ঃ

প্রত্যেক পাঠের প্রথমে আমরা মূল শব্দাবলীর একটা তালিকা দিয়েছি। এই শব্দগুলির অর্থ বুঝতে পারলে পড়বার সময় সাহায্য পাবেন। বইয়ের শেষে পরিভাষা অংশে মূল শব্দাবলীর অর্থ দেওয়া হয়েছে। কোন শব্দের অর্থ ঠিকমত বুঝতে না পারলে এই অংশটি দেখুন।

পূর্বাপর	আক্ষরীক	প্রত্যাদিষ্ট
অর্থবহ	মনোনিবেশ	আলংকারিক
অধ্যয়ন	প্রতীক	অতিপ্রাকৃতিক
সংহতি	বিষয় ভিত্তিক	

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ

পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা ঃ

লক্ষ্য—১ ঃ নিয়মিত বা ধারাবাহিক শাস্ত্র অধ্যয়নের অর্থ কি তা বলতে পারা।

লক্ষ্য—২ ঃ বাইবেল পাঠে এমন তিনটি উপায়ের নাম বলতে পারা, যা মানুষকে বদলে দেয়।

বাইবেলের মূল উদ্দেশ্য হোল জীবনকে বদলে দেওয়া। বাইবেল থেকে আপনি যা শিখবেন তা আপনার মনোভাব ও কাজে পরিবর্তন আনবে। কেবল মস্তিষ্কের জ্ঞান দেওয়াই পবিত্র আত্মার ইচ্ছা নয়। তাঁর লক্ষ্য হোল, একজন ঈশ্বরের লোককে জ্ঞান-বুদ্ধি দেওয়া এবং আত্মিক ভাবে ভাল কাজ করবার জন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলা। তাহলে, বাইবেলের সত্য বুঝবার ব্যাপারে আপনার লক্ষ্য হোল, ঐ সত্যগুলি জীবনে খাটানো। বাইবেল যে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট, এই বিষয়ে এবং এর লক্ষ্যের বিষয়ে সবচেয়ে উপযুক্ত পদটি হোল ২ তীমথিয় ৩ ঃ ১৬-১৭ পদ। আপনার নিজের বাইবেলে ঐ অংশটি পড়ুন। বাইবেলের লক্ষের সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে, "যাতে ঈশ্বরের লোক উপযুক্ত হয়ে সৎকাজ করবার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হতে পারে।" আপনি যদি ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করেন তবে ঐ বাক্য আপনার অন্তরে এই কাজ করতে পারে। নিয়মিত বা ধারাবাহিক অধ্যয়ন মানে, খুব মন দিয়ে পড়া, বিষয়গুলি সম্বন্ধে খুব ভালভাবে খোঁজ খবর নেওয়া বা অনুসন্ধান করা, ও সেগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা। বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে আপনি কয়েকটি মিমাংসায় পৌছাবেন এবং কয়েকটি সিদ্ধান্ত ও নেবেন। আর এই সিদ্ধান্তগুলি জীবনে খাটালে আপনার জীবন ধীরে ধীরে আত্মিক নীতিগুলির শক্ত ভিত্ এর উপর গড়ে উঠবে। কেবল সেক্ষেত্রেই আপনার জীবনে ২ তীমথিয় ৩ ঃ ১৬-১৭ পদ পূর্ণ করতে পারবেন। বাইবেল কোন তিনটি উপায় আমাদের কাজ ও মনোভাবের পরিবর্তন আনে এখন আমরা তাই দেখব।

খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের জন্য ঃ

একমাত্র বাইবেল-ই আপনার জীবনের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে। নিজের জীবন মৃত্যু সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না। তার আচার-ব্যবহার কেবলমাত্র লোভ ও স্বার্থপরতায় ভরা। তার ভাগ্যে আছে কেবল দুঃখ ও হতাশা

ঈশ্বরের বাক্য মানুষের কাছে আলো বহন করে আনে। ঈশ্বরের নিয়ম কানুন মেনে জীবন যাপন করলে তা শান্তি, আনন্দ ও তৃপ্তি দেয়। তীতের বইটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের সুন্দর বর্ণনা আছে

"আমরাও আগে বুদ্ধিহীন ও অবাধ্য ছিলাম, ভুল পথে চলতাম, আর সুখভোগ ও নানা রকম কামনা-বাসনার দাস ছিলাম। আমরা হিংসা ও অন্যের অনিষ্ট করবার চিন্তায় জীবন কাটাতাম। নিজেরা ঘৃণার যোগ্য হলেও আমরা একে অন্যকে ঘৃণা করতাম। কিন্তু যখন আমাদের উদ্ধারকর্তা ঈশ্বরের দয়া ও ভালবাসা প্রকাশিত হোল, তখন তিনি পাপ থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন।.....পবিত্র আত্মার দ্বারা নূতন জন্ম দান করেও নতুনভাবে সৃষ্টি করে".....
(তীত ৩ ঃ ৩-৫ পদ)।

শাস্ত্র অধ্যয়ন আমাদের জীবন যাপনের পথ বদলে দেবে।

বিশ্বাসের জন্য ঃ

"আমরা যা পাব বলে আশা করে আছি, তা যে পাবই, এই নিশ্চয়তাই হোল বিশ্বাস। আর সেই বিশ্বাসের দ্বারা আমরা নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারি যে, আমরা যা দেখতে পাচ্ছিনা, তা আসলে আছে। বিশ্বাসের জন্যই আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রশংসা পেয়েছিলেন" (ইব্রীয় ১১ ঃ ১-২ পদ)। ক্ষমার জন্য, পৃথিবীতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝার জন্য, যীশু খ্রীষ্টে অনন্ত জীবন লাভের জন্য যে বিশ্বাস তা বাইবেলের বাক্য থেকেই আসতে হবে। যীশু বলেছেন, "আমি তোমাদের যে কথাগুলো বলেছি তা আত্মা আর জীবন" (যোহন ৬ ঃ ৬৩ পদ)। বাইবেল যদি মানুষকে পথ না দেখায় তবে সে

প্রতিমা, প্রাকৃতিক শক্তি, সহায় সম্পত্তি ইত্যাদির পূজা করে। বাইবেল অধ্যয়ন করলে তা আপনাকে একমাত্র জীবিত ঈশ্বরকে দেখিয়ে দেবে, যিনি আপনার বিশ্বাস পাবার যোগ্য, ও আপনার বিশ্বাসের দাবী রাখেন। এছাড়া পবিত্র আত্মা এই অধ্যয়নের দ্বারা আপনার অন্তরে বিশ্বাসের বৃদ্ধি দেবেন ও তা পূর্ণ করে তুলবেন।

সেবার জন্য ঃ

বাইবেল থেকে ঈশ্বর এবং তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাই সব নয়। এই জ্ঞান আমাদের উপর একটি দায়িত্ব দেয়। সেই দায়িত্ব হোল, অন্যদেরও এই জ্ঞান দেওয়া। জগত ঈশ্বরের সত্য জানতে চায়। ঈশ্বরের ইচ্ছা, আমরা যেন বাইবেল থেকে জ্ঞান লাভ করে সেই জ্ঞান অন্যদেরও দেই, আর এইভাবে তাঁর রাজ্য বৃদ্ধি পায়। যীশুও প্রথমে লোকদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তারপর অন্যদের শিক্ষা দেবার জন্য, তাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লুক ১০ঃ১ পদ থেকে আমরা দেখতে পাই যে তিনি ৭২ জন লোককে তার আগে আগে বিভিন্ন নগরে পঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা যীশুর কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছিল অন্যদেরও সেই শিক্ষা দিতে পারতো। আমরাও এইভাবে অন্যদের বাইবেলের জ্ঞান দেবো।

১। ২ তীমথিয় ৩ঃ১৬-১৭ পদ পড়ুন। এই পদগুলি থেকে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন

ক) ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রলিপি কি কি কাজে লাগে?

.....

.....

খ) বিশ্বাসীর জীবনে শাস্ত্রবাক্য যে কাজ করে সেই কাজের মূল লক্ষ্য দুটি কি?

.....

.....

২। প্রতিটি সত্য উক্তির পাশে টিক চিহ্ন দিন ঃ

ক) অধ্যয়ন করা এবং পড়া একই কাজ।

খ) অধ্যয়নের জন্য সাধারণ পড়ার চাইতে বেশী পরিশ্রম করতে হয়। কারণ এজন্য আপনাকে বিষয়গুলি সম্পর্কে ভালভাবে অনুসন্ধান করতে হবে এবং সেগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

গ) ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবার জন্য, বিশ্বাসের জন্য এবং ঈশ্বরের সেবার জন্য বাইবেল অধ্যয়ন করতে হবে।

ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রলিপি ঃ

লক্ষ্য—৩ ঃ প্রত্যাদেশের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারা।

লক্ষ্য—৪ ঃ বাইবেল অধ্যয়নে যে তিনটি বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন যা অন্যান্য পুস্তক অধ্যয়নে প্রয়োজন করে না, সেগুলি উল্লেখ করতে পারা।

প্রত্যাদেশ অর্থ, ঈশ্বর সম্পর্কে যে সত্য আমরা জানতামনা বা জানার উপায়ও ছিলনা তা জানবার উপায় করা ও জানানো। এ হোল ঈশ্বরের অসীম সত্যকে মানুষের মনের কাছে প্রকাশ করা। একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী "শাস্ত্র" বলতে কেবলমাত্র বাইবেলকেই বুঝেন। খ্রীষ্টিয়ানরা বিশ্বাস করে যে বাইবেলই ঈশ্বরের একমাত্র প্রত্যাদিষ্ট বাক্য। বাইবেল অধ্যয়নের জন্য প্রথমেই আমাদের এই সত্যটি বুঝা প্রয়োজন। ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বাক্য হওয়ায় বাইবেল অধ্যয়ন, তিন দিক দিয়ে অন্যান্য বই অধ্যয়ন থেকে আলাদা।

আত্মিক যোগ্যতার দ্বারা বিচার করতে হবে ঃ

আত্মিক যোগ্যতা বলতে আমরা একটা বিশেষ আত্মিক গুণকে বুঝাই। কেউ যদি নির্ভুলভাবে বাইবেল বুঝতে চায় তবে, এই গুনটি তার থাকতে হবে। ভাষা জানা থাকলে যে কোন বই পড়ে বুঝা যায়। কিন্তু এদিক দিয়ে বাইবেল সম্পূর্ণ আলাদা। বাইবেল শাস্ত্র বুঝবার জন্য বিশেষ আত্মিক জ্ঞান দরকার। যে লোক যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু ও ত্রাণকর্তারূপে বিশ্বাস করে ঈশ্বর তাকে এই জ্ঞান দেন।

১ করিন্থীয় ২ঃ ১০-১৫ পদ পড়ুন ও ১৪ পদ থেকে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য একটি মাত্র সঠিক উত্তর আছে।

৩। যে লোক পবিত্র আত্মা পায়নি, সে ঈশ্বরের দেওয়া দানগুলি বুঝতে পারে না, কারণ—

ক) সে বুঝার জন্য তেমন চেষ্টা করেনা।
খ) বুঝবার ব্যাপারে তার সত্যিকার ইচ্ছা নাই।
গ) একমাত্র আত্মিক মাপকাঠিতেই সেগুলির বিচার করা যায়।

৪। যে লোক পবিত্র আত্মা পায়নি, সে যখন ঈশ্বরের সত্য বুঝবার চেষ্টা করে তখন তার কাছে তা—

ক) কঠিন হলেও বিশেষ গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করবার মত।
খ) সম্পূর্ণ অর্থহীন :
গ) একটি উজ্জ্বল ও চমকপ্রদ ধারণার মত।

আপনার উত্তর ঠিক হয়েছে কিনা দেখে নিন।

অতিপ্রাকৃতিক দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে ঃ

অতিপ্রাকৃতিক অর্থাৎ এই প্রকৃতি জগতের বাইরের। কোন কিছুকে যদি অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক বলা হয় তবে, বুঝান হয় যে, বিষয়টি আমাদের এই জগতের নয়, অন্য আর এক জগতের যে সব আশ্চর্য্য কাজ বা ঘটনা সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, সেগুলিকে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা বলা হয়। বাইবেলে যে জীবন্ত ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে, তিনি আশ্চর্য্য কার্য্য সাধনকারী, স্রষ্টা ও সকলের প্রভু।

বাইবেলে আপনি যে সব আশ্চর্য ঘটনার কথা পাবেন সেগুলি রূপ কথার মত মানুষের মনগড়া নয়। বাইবেলের আশ্চর্য্য কাজগুলি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। যে মেঘখণ্ড ইস্রায়েল সন্তানদের পথ দেখিয়ে নিয়েছিল (যাত্রা ৪০ ঃ ৩৬ পদ) সেটি রূপকথার মেঘ নয়। যীশু পাঁচখানা রুটি দিয়ে পাঁচহাজার লোককে খাইয়েছিলেন (মথি ১৪ অধ্যায়)। লোকেরা যে সত্যিকার খাবারই খেয়েছিল ও খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিল সে বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ হতে পারেন।

বাইবেলের আশ্চর্য কাজগুলির সাথে যাদু, ভোজবাজি, অথবা মন্ত্রতন্ত্রের কোনই মিল নাই। একটা উপযুক্ত উদ্দেশ্য নিয়েই সেগুলি করা হয়েছে। লোকদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য অথবা বাহাদুরী কিনবার জন্য সেগুলি করা হয়নি। যীশু সকলের প্রভু, তিনি তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারাই সেগুলি করেছেন। "কারণ আকাশে ও পৃথিবীতে, যা দেখা যায় আর যা দেখা যায়না, সব কিছু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। সিংহাসন বা রাজ্য হোক, কিংবা রাজা বা শক্তির অধিকারী হোক, সব কিছু তাঁকে দিয়ে তাঁরই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে" (কলসীয় ১ঃ১৬ পদ)।

৫। (প্রতিটি সত্য উক্তির বা পাশে টিক চিহ্ন দিন।

বাইবেল বুঝবার জন্য শাস্ত্রের অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক বিষয়-গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ—

ক) এগুলি সত্য, না মনগড়া তা বিচার করা দরকার।

খ) এগুলিকে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মেনে নেওয়া দরকার।

গ) ঈশ্বরই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, সুতরাং, প্রকৃতি জগতের নিয়ম-কানুনের উর্দ্ধেও তাঁর ক্ষমতা আছে।

প্রত্যাদিষ্ট বাক্যরূপে বিচার করতে হবেঃ

বাইবেল পড়বার ব্যাপারে আমাদের বুঝতে হবে যে অসীম সত্যকে যখন সাধারণ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তখন সেই শব্দগুলি বিশেষ অর্থবহ হয়ে ওঠে। সেই শব্দগুলি তখন আর সাধারণ শব্দ থাকে না, কারণ পবিত্র আত্মা আত্মিক সত্য প্রকাশের জন্য সেই শব্দগুলি ব্যবহার করেন।

যেমন, নূতন নিয়মে সাধারণ "প্রেম" শব্দটি ক্রুশের আলোকে বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের যে প্রেমের ফলে যীশুকে আমাদের পাপের জন্য মরতে হয়েছিল, তা অতি গভীর প্রেম। প্রেম বলতে সাধারণতঃ যা বুঝায় এ তা নয়। এই জন্যই বাইবেল পড়ায় পবিত্র আত্মার সাহায্য এত প্রয়োজনীয়। পবিত্র আত্মাকে সুযোগ দিন যেন প্রতিটি শব্দের অর্থ আপনার কাছে পরিস্কার করে তোলেন।

৬। বাইবেল লিখিত হয়েছে

ক) এমন শব্দাবলীর দ্বারা যেগুলি সাধারণ শব্দ নয়।

খ) সাধারণ শব্দাবলীর দ্বারা, কিন্তু সেই শব্দগুলি বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

গ) এমন শব্দাবলীর দ্বারা, যেগুলি মোটেই সরল নয়।

৭। বা পাশের বাক্য গুলির সংগে ডানপাশের বাক্যগুলির মিল দেখান।

..... ক) কেবলমাত্র একজন বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ান ঠিকমত শাস্ত্র বুঝতে পারে। ১) অতিপ্রাকৃতিকভাবে।

২) আত্মিকভাবে

..... খ) বাইবেলের আশ্চর্য কাজগুলি ঐতিহাসিক সত্য। ৩) প্রত্যাদিষ্ট বাক্যরূপে।

..... গ) পবিত্র আত্মা বাইবেলের অনেক শব্দকে অর্থবহ করে তুলেছেন।

শাস্ত্র ব্যাখ্যায় কতগুলি অত্যাবশ্যকীয় বিধি

ভাষার আক্ষরিক অর্থ ঃ

লক্ষ- ৫ ঃ ভাষার "আক্ষরিক অর্থ" বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারা।

বাইবেল ভাষার সাধারণ নিয়ম মেনে চলে।

ভাষাকে এর আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করাই নিয়ম। ভাষা, শব্দের সাধারণ অর্থ প্রকাশ করে। এই দিক থেকে পবিত্র শাস্ত্রের শব্দগুলিরও সাধারণ অর্থ আছে। বাইবেল কোন গোপন সাংকেতিক ভাষায় লেখা হয়নি। আগের অংশে আপনি জেনেছেন যে, পবিত্র আত্মা শাস্ত্রের ভাষাকে বিশেষ অর্থবহ করে তোলেন। কিন্তু এর ফলে শব্দগুলির মূল অর্থ বদলে যায় না। মার্ক ৮ ঃ ২৭ পদে আমরা পড়ি যে, যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা কৈসরিয়া ফিলিপি শহরের আশে পাশের গ্রামগুলিতে গিয়েছিলেন। এ থেকে আমরা জানতে পারি যে ঐ অঞ্চলে অনেক গ্রাম ছিল, আর তারা সেই সব গ্রামে গিয়েছিলেন। এটাই শাস্ত্রের আক্ষরিক অর্থ। শাস্ত্র বাক্য সাধারণভাবে যা বলে, এর অর্থও তাই।

এছাড়া, আলংকারিক বা রূপক ভাবেও ভাষার ব্যবহার হতে পারে। আলংকারিক বা রূপক মানে একটা কথার মধ্য দিয়ে অন্য কিছু বুঝান। এটা মনের মধ্যে এমন একটা ছবি ফুটিয়ে তোলে যা আমাদের অন্য একটি বিষয় বুঝতে সাহায্য করে। এ ধরনের আলংকারিক বা রূপক ভাষা ব্যবহার করা মোটেই ভুল নয়। যোহন ৭ঃ ৩৮ পদে এর দৃষ্টান্ত আছে। এই পদে যীশু বলেন "যে আমার উপর বিশ্বাস করে, পবিত্র শাস্ত্রের কথামত তার অন্তর থেকে জীবন্ত জলের নদী বইতে থাকবে।" আলংকারিক বা রূপক ভাষার ব্যবহার অর্থাৎ, যে বিষয়টি বলা হবে তার সাথে তুলনীয় কোন একটি জিনিষের মধ্য দিয়ে সেটি ব্যাখ্য করা। যীশু এখানে একজন লোকের ছবি দিয়েছেন যার অন্তর থেকে জীবন্ত জলের নদী বইছে। যে কোন একজন লোক সহজেই বুঝতে পারবে যে এখানে ভাষা ভিন্ন পথে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ বুঝতে যেন অসুবিধা না হয় সেই জন্যই যোহন একটু ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। "যীশুর উপর বিশ্বাস করে যারা পবিত্র আত্মাকে পাবে সেই পবিত্র আত্মার বিষয়ে যীশু এই কথা বলেন" (যোহন ৭ঃ ৩৯ পদ)। তৃতীয় ও চতুর্থ পাঠে আক্ষরিক ও আলংকারিক ভাষার বিষয় আরো ভাল ভাবে আলোচনা করা হবে। কিন্তু আমরা ভাষাকে সাধারণতঃ যে অর্থে বুঝি বাইবেলের ভাষাকেও সাধারণভাবে সেই একই অর্থে নেওয়া উচিৎ। সত্যকে গোপন করবার জন্য ঈশ্বর তাঁর বাক্য দেন নি, কিন্তু মানুষ যেন সত্য জানতে পারে সেই জন্যই তিনি তা দিয়েছেন।

মানুষের ভাষা দুর্বল

একটা টাকার দুইপিঠ থাকে। বাইবেলও তেমনি। একদিক দিয়ে সাধারণ মানুষ বাইবেল পড়ে বুঝতে পারে, কারণ তা সাধারণ ভাষায় লেখা। কিন্তু এর জন্য আরেকটি দিক আছে। অসীম ঈশ্বর সীমাবদ্ধ (বা দুর্বল) মানুষের নিকটে কিভাবে তাঁর সীমাহিন সত্য ব্যাখ্যা করতে পারেন ? মানুষ সীমাবদ্ধ (বা দুর্বল) বলে তার ভাষারও একটা সীমা আছে। আমরা বলতে পারি যে, ঈশ্বর নিজেকে মানুষের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ আত্মিক সত্যগুলিকে যত সহজ করা যায়, তত সহজ করেই তিনি সেগুলি মানুষের কাছে

প্রকাশ করেছেন, যেন আমরা সেগুলি কিছু পরিমানে বুঝতে পারি। ঈশ্বরকে জানবার ব্যাপারে যা কিছু আছে সবই আপনি বুঝতে পারেন না, কিন্তু আপনার পক্ষে যা জানা প্রয়োজন তা আপনি বুঝতে পারেন।

রোমীয় ১ ঃ ২০ পদ বলে যে ঈশ্বর আমাদের চতুর্দিকে প্রাকৃতিক জগত সৃষ্টি করেছেন, যেন তা থেকে মানুষ বুঝতে পারে ঈশ্বর কি রকম।

মানুষের ভাষা দুর্বল, এর প্রকাশ ক্ষমতার একটা সীমা আছে ও মানুষের বুঝবারও একটা সীমা আছে। এই সীমা বা বাধাগুলিকে জয় করে মানুষ যেন ঈশ্বরের অসীম সত্য বুঝতে পারে, সেই জন্যই বাইবেল আলংকারিক বা রূপক ভাষা ব্যবহার করে।

ঈশ্বর কি রকম, আমাদের পক্ষে তা বুঝা কঠিন। বাইবেল বলে ঈশ্বর আত্মা (যোহন ৪ ঃ ২৪ পদ)। কিন্তু ঈশ্বরের দেখবার, শুনবার ও কাজ করবার অসীম ক্ষমতা রয়েছে। ঈশ্বরের সব কিছু দেখবার ক্ষমতা আছে, এই বিষয়টি বুঝানোর জন্য, বাইবেলে "চোখ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ঈশ্বরের কাজ করবার ক্ষমতা বুঝাবার জন্য, ব্যবহার করা হয়েছে "ডান হাত"। আমাদের মত তাঁর দেহ নাই। তাঁর ক্ষমতা আমাদের মত সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু আমরা যাতে বুঝতে পারি, সেই জন্যই এইভাবে বলা হয়েছে। পবিত্র আত্মা আমাদের দুর্বলতা জানেন। তিনি ভাষাকে এমনভাবে ব্যবহার করছেন যে মানুষের মস্তিষ্ক ঈশ্বরের সত্যগুলি বুঝতে পারে।

৮। পাঠের এই অংশে ব্যবহৃত শব্দগুলির সাহায্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) ভাষাকে এর সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা বুঝাতে কোন্ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ?

... ...

খ) বিশ্বাসীর অন্তর থেকে জলের নদী বইবে, যীশুর এই কথাটি ভাষার কি প্রকার ব্যবহার সুচিত করে ?

... ...

গ) এই পাঠে ঈশ্বরীয় সত্য বর্ণনা করতে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দটি দেখিয়ে দেয় যে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সত্য বুঝতে পারিনা। শব্দটি কি ?

... ...

ধারাবাহিক প্রকাশ ঃ

লক্ষ্য - ৬ ঃ "ধারাবাহিক আত্মপ্রকাশ" বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

ঈশ্বর কেবল মানুষের ভাষার সাথেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেন নি। তিনি মানুষের হীন অবস্থার সাথেও নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। বাইবেলের গল্প আরম্ভ হয়েছে আদম-হবাকে নিয়ে। তখন তারা ঈশ্বরের সংগে এদন উদ্যানে বাস করতো। এরপর তারা পাপ করলো। ফলে ঈশ্বর তাদের নিজের কাছ থেকে দুর করে দিলেন। এইভাবে ঈশ্বরের কাছে থেকে আলাদা হয়ে যাবার ফল হল খুবই গভীর। অনেক দুর পর্যন্ত মানুষকে এর ফল ভোগ করতে হয়েছিল ; এমন কি এখনও তাকে এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে। এর ফলে মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয় তাকে জেলখানার মত বন্দি করে ফেললো। এর পর থেকে কোন কিছু বাস্তবে না দেখলে, না ধরলে, স্বাদ না নিলে, অনুভব না করলে, অথবা না শুনলে কোন কিছুই আর সে সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারল না। পাপ তাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দুরে নিয়ে গেল। পবিত্র আত্মার সীমাহীন ভালবাসা ও ধৈর্য্য, মানুষকে চেতনা দিয়ে ধীরে ধীরে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে লাগল। ঈশ্বর একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরবার জন্য ইস্রায়েল জাতিকে মনোনীত করলেন। তিনি তাদের বিবিধ আইন-কানুন (ব্যবস্থা) দিলেন। অনেক, অনেক বছর ধরে ঈশ্বরকে তাঁর পরিকল্পনার জন্য

কাজ করতে হল। তাঁকে অব্রাহম, ও মোশির মত মানুষ খুঁজে বের করতে হল; যারা তার কথা শুনে সেই মত কাজ করলেন। তাঁর বাক্য প্রচারের জন্য তিনি নবীদের পাঠালেন। সবশেষে, "সময় পূর্ণ হলে পর" (গালাতীয় ৪ঃ ৪ পদ) ঈশ্বর তাঁর পুত্র, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পাঠালেন। ক্রুশের উপর তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মানুষের পক্ষে আবার তাঁর কাছে ফিরে আসবার পথ তৈরী করলেন।

এসব কিছুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজের বিষয়ে মানুষকে একটু একটু করে আরো বেশী জ্ঞান দিচ্ছিলেন। দুটি কারনে ঈশ্বরকে এইরূপ ধারাবাহিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে হয়েছিল ঃ (১) মানুষের মস্তিস্ক একবারে কেবল অল্প একটু গ্রহণ করতে পারতো, এবং (২) মানুষের পাপ তাকে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করতে অক্ষম করে ফেলেছিল। যিশাইয় ভাববাদী (নবী) এই বিষয়টি বুঝেছিলেন। তিনি বলেছেন, "পাঁতির উপরে পাঁতি, পাঁতির উপরে পাঁতি; এখানে একটুকু, সেখানে একটুকু" (যিশাইয় ২৮ঃ ১০ পদ)- এইভাবে শিক্ষা দেবার দরকার হয়েছিল। এইভাবে ধারাবাহিক আত্মপ্রকাশের জন্যই পুরাতন নিয়মের চাইতে নূতন নিয়মে পরিত্রাতা ঈশ্বরকে আরও স্পষ্টভাবে আমরা দেখতে পাই।

৯। প্রতিটি সত্য উক্তির বা পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) ঈশ্বরকে জানবার ব্যাপারে যা কিছু আছে সবই মানুষ বুঝতে পারে।

খ) মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের সত্য বুঝবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

গ) ঈশ্বরের চোখ আর আমাদের চোখ একই রকম।

ঘ) ঈশ্বর সব কিছুই দেখেন, তাঁর দৃষ্টি ক্ষমতা অসীম।

ঙ) বাইবেলের ইতিহাসে ঈশ্বর একটু একটু করে নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন।

১০। পুরাতন নিয়মের চাইতে নূতন নিয়মে পরিত্রাতা ঈশ্বরকে বুঝা সহজ কেন?

... ...

শাস্ত্রই শাস্ত্রের অর্থ করে ঃ

লক্ষ্য-৭ ঃ শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করবার ব্যাপারে "পূর্বাপর বিষয়" বলতে কি বুঝায়, তা বলতে পারা।

একজন বাইবেল শিক্ষক বলেছেন, "শাস্ত্রই হোল শাস্ত্রের সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা।" এ কথার দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যে, কোন শাস্ত্রাংশ যদি কঠিন বোধ হয় তবে আপনার উচিৎ ঐ অংশটি বুঝতে সাহায্য করে এমন আরো শাস্ত্রাংশ খুঁজে বের করা। এজন্য প্রথম কাজ হোল, আলোচ্য জায়গাটির পূর্বাপর বিষয়গুলি ভাল করে দেখা। "পূর্বাপর বিষয়" বলতে আলোচ্য অংশের আগের ও পরের অংশ-গুলিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এখানে এ কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই জন্য আমাদের দরকার, বাইবেলের সংগে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া। এই পাঠে আমরা "অধ্যয়নের" কথাটির উপর জোর দিয়েছি, কারণ শব্দটি ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে গভীর মনোনিবেশ সহকারে কাজ চালানোর বিষয় সুচীত করে।

বাইবেলের সাথে আপনি যত বেশী পরিচিত হবেন, অর্থ বুঝবার জন্য সাহায্যকারী অন্যান্য শাস্ত্রাংশগুলি খুজে পেতেও আপনার তত সুবিধা হবে।

অধ্যয়ন হোল শান্ত জলের মধ্যে একটা ঢিল ছুড়ে মারার মত। এ থেকে যে বৃত্তাকার ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তা বড় হতে হতে ক্রমশঃ অনেক দূরে ছড়িয়ে যায়। তেমনি একটি পুরো বাক্যের আলোতে একটি শব্দের অর্থ বের করতে হবে, একটি পুরো পদের আলোতে একটি বাক্যের অর্থ বের করতে হবে, একটি পুরো অনুচ্ছেদের আলোতে একটা পদের অর্থ বের করতে হবে, ইত্যাদি। এইভাবে সব শেষে আমরা বলতে পারি যে, সম্পূর্ণ বাইবেলটাই, এর অংশ-গুলি বুঝতে সাহায্য করে। একটা পদ যা বলে তার পক্ষে যদি

অন্য আরো পদ না থাকে, তবে সেই পদের উপর ভিত্তি করে কোন মতবাদ গঠন করলে তা খুবই দুর্বল বা নড়বড়ে হয়। এর মানে এই নয় যে, ঐ পদের কথাগুলি মিথ্যা। এর মানে এই যে, ঐ কথাগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য এখনও যোগাড় করা সম্ভব হয়নি।

১১। "শাস্ত্রই শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করে"-এই কথার ভিত্তিতে "পূর্বাপর বিষয়" বলতে কি বুঝায়?

.....

আমাদের সতর্ক থাকা অবশ্যক, কারণ কেউ কেউ বলে যে শাস্ত্র থেকে সব রকম মতবাদের পক্ষে প্রমান পাওয়া যায়। অনেক লোক বাইবেলের সাহায্যে মিথ্যা মতবাদ প্রমান করবার চেষ্টা করেছে। তারা বাইবেল খুঁজে খুঁজে কোন একটা পদ বের করে ও সেটিকে তারা তাদের চিন্তাধারার পক্ষে বলে ধরে নেয়।

যেমন, একজন স্ত্রী-লোক একবার আমাকে বলেছিল যে, মৃত্যুর পরে আবার পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার শিক্ষা বাইবেলে আছে। আমি জানতাম যে, বাইবেলে এরকন কোন শিক্ষা নেই। তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কোথায় এই বিষয়টি পেয়েছে। সে এমন কয়েকটি পদ বলল, যেগুলি আসলে মৃত্যুর পরে যে জীবন, সেই জীবনের বিষয় বলে। সে এই পদগুলির সঠিক অর্থ খোঁজ না করে নিজের ধারনামত ভুল অর্থ করেছিল। ভালকরে পড়লে এবং শাস্ত্রের সংগে শাস্ত্রের তুলনা করলে পরিস্কার বুঝা যেত যে, আমরা প্রত্যেকে এক একজন পৃথক ব্যক্তি ও সেইভাবেই যীশু আমাদের পরিত্রান দান করেছেন (তিনি তাঁর সব মেষদের নাম ধরে জানেন) মৃত্যুর পরে আমরা তাঁর সংগে অনন্ত জীবনের অধিকারী হব। মৃত্যুর পরে বারবার পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার মতবাদের সাথে এর কোনই মিল নাই।

শাস্ত্রের মৌলিক একতা বা সংহতি ঃ

লক্ষ্য-৮ ঃ সমগ্র বাইবেলের মূল প্রসংগটি বুঝে সেটি বলতে পারা।

বাইবেলের বইগুলির একতা ঃ

বাইবেল বুঝবার সাহায্যের জন্য আপনি পূর্বাপর বিষয়ের ব্যবহার করতে পারেন। একটা বাক্য থেকে শুরু করে সমস্ত বইগুলির মধ্যে সত্যের আলোকে সেটি ব্যাখ্যা করতে হবে। পবিত্র শাস্ত্র যে ঈশ্বর নিঃশোষিত বা প্রত্যাদিষ্ট এটি তারই একটি অকাট্য প্রমান। অনেক লোক শত শত বছর ধরে লিখলেও প্রত্যেকের লেখার মধ্যেই রয়েছে এই একতা। এই একতার মূলে অবশ্য পবিত্র আত্মা রয়েছেন। তিনিই বাইবেলের আসল লেখক। মানুষকে ব্যবহার করে তিনিই এটি লিখেছেন।

বাইবেলে অনেক প্রশংগের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্ত মূল প্রসংগটি হল খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে মানবের পরিত্রাণ। পুরাতন নিয়মে নানা প্রতীক ও ভাববাণীর দ্বারা খ্রীষ্টের বিষয় বলা হয়েছে। নূতন নিয়মে তাঁর জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের বিবরণ। পুনরুত্থানের পর তিনি দুইজন শিষ্যকে ইম্মায়ুর পথে যেতে যেতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, "এর পরে তিনি মোশির এবং সমস্ত নবীদের লেখা থেকে আরম্ভ করে গোটা পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে তাঁর নিজের বিষয়ে যা যা লেখা আছে, সবই তাদের বুঝিয়ে বললেন" (লূক ২৪ ঃ ২৭ পদ

অর্থের একতা ঃ

অর্থের একতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, শাস্ত্র কখনও নিজের বিপক্ষে কথা বলে না বা এর মধ্যে কোথাও কোন গরমিল নাই। আমরা যখন মতবাদের জন্য শাস্ত্রের প্রমাণ খুজি, তখন যেন আমাদের নিজেদের চিন্তা বা মতবাদকে শাস্ত্রের উপর চাপিয়ে না দেই। এজন্য সঠিক পথ হোল ঈশ্বরের বাক্যকে নিজে থেকে কথা বলতে দেওয়া। একটা শাস্ত্রাংশ নিয়ে ভাল করে সেটি অনুসন্ধান করুন, তাহলে এর আসল অর্থ নিজে থেকে বেরিয়ে আসবে। আপনি যেরূপ আশা করেছিলেন এটি সেরূপ হতে পারে, আবার সেরূপ না-ও হতে পারে। ঈশ্বরই শাস্ত্র লেখকদের চালনা দিয়েছেন। তিনি নিজের বিপক্ষে কথা বলেন না। তাই বাইবেলও

নিজের বিপক্ষে কিছুই বলবেনা। যদি এমন কোন শাস্ত্রাংশ পাওয়া যায় যেগুলি একে অন্যের বিরুদ্ধে বলে মনে হয় তবে এর কারণ এই যে, আপনি বিষয়টি বুঝতে পারেননি, অথবা বিষয়টি সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। এইরূপ অবস্থায় সমস্যা মিটে না যাওয়া পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে বিচার বিবেচনা করুন।

১২। প্রতিটি সত্য উক্তির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) সমগ্র শাস্ত্রে সত্যের একই গতিধারা আছে।

খ) পরিত্রানের প্রসঙ্গটি কেবল নূতন নিয়মেই পাওয়া যায়।

গ) যীশু শিক্ষা দিয়েছেন যে, পুরাতন নিয়মে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

ঘ) আপনার উচিৎ নিজের ধারণাকে শাস্ত্রের উপর চাপিয়ে না দিয়ে বরং শাস্ত্রাংশটি আসলে কি বলে তা খুঁজে বের করা।

ঙ) মৃত্যুর পরে মানুষ আবার পৃথিবীতে জন্ম নেয়, বাইবেলে এই শিক্ষা আছে।

চ) শাস্ত্র কখনোই নিজের বিপক্ষে যাবে না।

পাঠের একটি মোটামুটি ধারণা ঃ

লক্ষ্য—৯ ঃ এই বইয়ে যে তিনটি প্রধান বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে তা উল্লেখ করতে পারা।

আমরা এই অংশের নাম দিয়েছি "পাঠের একটি মোটামুটি ধারনা"। কারণ এখানে এই বইয়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি ঃ

এই পাঠটি পড়বার সময় আপনি বাইবেল অধ্যয়নে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি কিছুটা ব্যবহার করেছেন (১ নং প্রশ্ন দেখুন)। কোন শাস্ত্রাংশ থেকে সঠিক অর্থ বের করবার খুব ভাল একটা পথ হোল, "প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা।" উত্তরের সাথে সাথে শাস্ত্রের অর্থও বের হয়ে আসে। প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি সব রকম বাইবেল অধ্যয়নের একটা মৌলিক উপায়।

অর্থ ব্যাখ্যার মূলনীতি ঃ

প্রথম পাঠে আপনি বাইবেলের অর্থ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিছুটা প্রাথমিক পরিচয় পেয়েছেন। তৃতীয় পাঠে বাইবেলের অর্থ ব্যাখ্যার কয়েকটি মূলনীতি আরো ভালোভাবে আলোচিত হবে। বাইবেল পণ্ডিতগণ শত শত বছর ধরে অধ্যয়ন করে এই মূল নীতিগুলি খুঁজে বের করেছেন, এবং এগুলি ব্যবহারও করেছেন। তাদের চিন্তা ছিল ঈশ্বরের সত্যের বাণীকে ঠিক ভাবে বিভক্ত করা, অথবা সেগুলি সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া। অর্থ ব্যাখ্যার এই মূলনীতিগুলি ভালভাবে বুঝা দরকার। কারণ তাহলে, সব রকম বাইবেল অধ্যয়নেই আপনি এগুলি ব্যবহার করতে পারবেন।

বাইবেল অধ্যয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ঃ

বাইবেল অধ্যয়নের অনেক পদ্ধতি আছে। কিন্তু এই বইয়ে কেবল মাত্র চারটি পদ্ধতির বিষয় আলোচিত হবে। এই বইয়ের প্রধান আলোচনার বিষয়টি "সামগ্রিক পদ্ধতি" নামেও পরিচিত। এইটি সব রকম বাইবেল অধ্যয়নের মৌলিক পদ্ধতি বলে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে। ৫, ৬ এবং ৭ নং পাঠে আপনি সমগ্র বই বা সামগ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে হবককুকের বইটি অধ্যয়ন করবেন।

শেষের তিনটি পাঠে বাইবেল অধ্যয়নের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি আলোচিত হবে। অষ্টম পাঠে আমোষ বইটি ব্যবহার করে জীবনীমূলক পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হবে। নবম পাঠে ইফিষীয় বইটি অধ্যয়নে বিষয় ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। দশম পাঠে ধ্যানমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে ফিলিপীয় বইটি অধ্যয়ন করা হবে।

এই পাঠ্য বিষয়টি থেকে আপনি বাববেল অধ্যয়নের যে সকল পদ্ধতি শিখবেন সেগুলি বাইবেল অধ্যয়নের ব্যাপারে সারা জীবন আপনাকে সাহায্য করবে।

১৩। ডান পাশের বিষয়গুলির সাথে বা পাশের বর্ণনাগুলির মিল দেখান।

…ক) যে নিয়মগুলি বাইবেল বুঝতে সাহায্য করে। ১) প্রশ্ন-বা উত্তর পদ্ধতি।

…খ) সামগ্রিক, জীবনীমূলক, বিষয় ভিত্তিক এবং ধ্যানমূলক। ২) অর্থ ব্যাখ্যার মূলনীতিগুলি।

…গ) উত্তর থেকে শাস্ত্রের নিজস্ব অর্থ বের হয়ে আসে। ৩) বাইবেল অধ্যয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি।

পরীক্ষা—১

এই পাঠটি আরেকবার দেখে নেওয়া হলে পর নীচের পরীক্ষাটি নিন। তারপর আপনার উত্তরগুলি এই বইয়ের শেষ ভাগে দেওয়া উত্তরগুলির সাথে মিলিয়ে দেখুন। কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল লিখলে, সে বিষয়টি আবার পড়ুন।

১। আপনি যখন খুব মন দিয়ে পড়েন এবং বিষয়গুলি খুব ভালভাবে অনুসন্ধান করেন, তখন আপনি—

ক) বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই পড়েন।

খ) নিয়মিত ভাবে ও যত্নের সংগে পড়েন।

গ) কেবল মাত্র কঠিন বইগুলি পড়েন।

২। বাইবেল অধ্যয়ন করা প্রয়োজন—

ক) খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের জন্য, বিশ্বাসের জন্য এবং সেবার জন্য।

খ) একজন পালক বা প্রচারক হবার জন্য।

গ) বুড়ো বয়সে।

ঘ) জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়ানোর জন্য।

৩। পবিত্র বাইবেল ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট, কথাটির দ্বারা আমরা বুঝি—

ক) ঈশ্বর কর্তৃক অজানা বিষয়গুলি মানুষকে জানান।

খ) মানুষ কর্তৃক প্রকৃতির মধ্যদিয়ে ঈশ্বরকে খুঁজে বের করা।

গ) পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঈশ্বরকে জানতে পারা।

৪। বাইবেল অধ্যয়নের জন্য কয়েকটি বিশেষ যোগ্যতা দরকার। এই দিক দিয়ে বাইবেল অধ্যয়ন সাধারণ বই অধ্যয়ন থেকে আলাদা। নীচের শব্দগুলির কোন্‌টি এই যোগ্যতা বর্ণনা করে না?

ক) প্রত্যাদেশ মূলক।

খ) অতি প্রাকৃতিক।

গ) স্বাভাবিক বা জাগতিক।

ঘ) আত্মিক।

৫। ডান পাশে থেকে ঠিক কথাটি নিয়ে বা পাশের বাক্যগুলি পূর্ণ করুন, এবং উপযুক্ত নম্বরটি বাক্যের বা পাশের খালি জায়গায় বসান।

…ক) ভাষার আক্ষরিক মানে শব্দগুলির……অর্থ।

…খ) বাইবেল পড়ে বুঝা যায়, কারণ পবিত্র আত্মা……
……বুঝতে সাহায্য করেন।

…গ) মানুষের ভাষা দুর্বল হওয়ায় ঈশ্বরের সত্য ভালভাবে প্রকাশ করতে পারে না, তাই ঈশ্বর আলংকারিক বা রূপক ভাষা ব্যবহার দ্বারা নিজেকে মানুষের সাথে……
……নিয়েছেন।

…ঘ) পুরাতন নিয়মের চাইতে নূতন নিয়মেই পরিত্রাতা ঈশ্বরকে বেশী স্পষ্ট রূপে দেখা যায়; এর কারণ ঈশ্বরের……।

…ঙ) শাস্ত্রই শাস্ত্রের সবচেয়ে ভাল
……করে।

…চ) সমগ্র বাইবেলের একটা মৌলিক……আছে।

১। ব্যাখ্যা
২। ধারাবাহিক আত্ম-প্রকাশ।
৩। সাধারণ।
৪। বিশ্বাসীকে।
৫। খাপ-খাইয়ে।
৬। একতা বা সংহতি।

৬। এই বইয়ে কোন্ তিনটি প্রধান বিষয় আলোচিত হবে, বলুন।

……

……

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

দ্রষ্টব্য ঃ উত্তরগুলি ক্রমিক নম্বর অনুসারে দেওয়া হয়নি। এই বইয়ের পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর এই ভাবে দেওয়া হয়েছে যেন, নিজের উত্তর লিখবার আগে বইয়ে দেওয়া উত্তরগুলি দেখবার সুযোগ আপনার না হয়। উত্তর পড়বার আগে প্রথমে প্রশ্নের নম্বর খুঁজে বের করুন।

৭। ক-২) আত্মিক ভাবে।

খ-১) অতিপ্রাকৃতিক ভাবে।

গ-৩) প্রত্যাদিষ্ট বাক্যরূপে।

১। ক) শিক্ষা, চেতনা, সংশোধন এবং সৎ-জীবন গড়ে উঠবার জন্য দরকারী।

খ) সৎকাজ করবার জন্য তাকে উপযুক্ত করে তোলা, এবং সেই কাজ করবার জন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলা।

৮। ক) আক্ষরিক।

খ) আলংকারিক বা রূপক।

গ) অসীম।

২। খ) অধ্যয়নের জন্য সাধারণ পড়ার চাইতে বেশী পরিশ্রম হয়, কারণ এজন্য আপনাকে বিষয়গুলি সম্পর্কে ভালভাবে অনুসন্ধান করতে হবে এবং সেগুলি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে।

গ) ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবার জন্য, বিশ্বাসের জন্য এবং ঈশ্বরের সেবার জন্য আমাদের বাইবেল অধ্যয়ন করতে হবে।

৯। খ) মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের সত্য বুঝবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

ঘ) ঈশ্বর সব কিছুই দেখেন, তাঁর দৃষ্টি-ক্ষমতা অসীম।

ঙ) বাইবেলের ইতিহাসে ঈশ্বর একটু একটু করে নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন।

৩। গ) একমাত্র আত্মিক মাপ কাঠিতেই সেগুলির বিচার করা যায়।

১০। কারণ ধারাবাহিক আত্ম প্রকাশের ফলে নূতন নিয়মে ঈশ্বরকে আরো পরিস্কার ভাবে দেখা যায়।

৪। খ) সম্পূর্ণ অর্থহীন।

১১। আলোচ্য শাস্ত্রাংশের আগের ও পরের বিষয়াবলিকে লক্ষ্য করে।

৫। খ) এগুলিকে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মেনে নেওয়া দরকার।

গ) ঈশ্বরই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং প্রকৃতি জগতের নিয়ম কানুনের উর্দ্ধেও তাঁর ক্ষমতা আছে।

১২। ক) সমগ্র শাস্ত্রে সত্যের একই গতিধারা আছে।

গ) যীশু শিক্ষা দিয়েছেন যে পুরাতন নিয়মে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

ঘ) আপনার উচিত নিজের ধারণাকে শাস্ত্রের উপর চাপিয়ে না দিয়ে বরং শাস্ত্রাংশটি কি বলে তা খুঁজে বের করা।

চ) শাস্ত্র কখনোই নিজের বিপক্ষে যাবে না।

৬। খ) সাধারণ শব্দাবলীর দ্বারা, কিন্তু সেই শব্দগুলি অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

১৩। ক-২) অর্থ ব্যাখ্যার মূলনীতিগুলি।
খ-৩) বাইবেল অধ্যয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি।
গ-১) প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি।